মেহেরপুরে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর সাথে সদর উপজেলা বিএনপির মতবিনিময় সভা

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর সঙ্গে মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সদর উপজেলা বিএনপির আয়োজনে আজ রবিবার বিকেল চারটার দিকে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য মাসুদ অরুন। সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি ইলিয়াস হোসেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ, বিএনপি নেতা আনোয়ারুল হক কালুসহ জেলা ও উপজেলা বিএনপির অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

মতবিনিময় সভায় আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে দলীয় সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার ও নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার বিষয়ে আ

সেনা প্রত্যাহার সমাধান নয়, প্রকৃত দোষীদের উপযুক্ত

শাস্তি চায়

চুয়াডাঙ্গা থেকে সেনা প্রত্যাহার এর সমাধান না বিএনপি নেতা ডাবলু হত্যার সাথে প্রকৃত যারা জড়িত আমরা তাদের উপযুক্ত শাস্তি চায়। আমরা আর চায়না সেনাবাহিনী আইন হাতে তুলে নিক।

দেশে প্রচলিত আইন আছে কেউ অপরাধী হলে প্রচলিত আইনে তার বিচার হবে। সেনা হেফাজতে মৃত্যু জীবননগর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান ডাবলুর প্রথম জানাযা নামাজে অংশ নিয়ে জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রাথী মাহমুদ হাসান খান বাবু তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে উল্লেখিত কথা বলেন।

গতকাল বুধবার সকাল ১১ টায় জীবননগর পৌর ঈদগাহ ময়দানে কঠর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে হাজার হাজার নেতাকর্মী ও স্বজনদের দোয়া এবং অশ্রুসজল ভালোবাসার ছোঁয়ায় জীবননগর পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান ডাবলুর প্রথম নামাজের জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এছাড়া আজ শামসুজ্জামান ডাবলু ছোট ভাই ও মা লনডন থেকে দেশে ফিরবে এসেছে এ জন্য আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় যথাস্থানে দ্বিতীয় জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল মরহুমের জানাজার নামাজে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের বিএনপি’র মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের বিএনপি’র মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী শরিফুজ্জামান শরীফ, শাহেদ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ভিআইপি শাহিদুজ্জামান টরিক, চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিএ তারিকুজ্জামান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান খোকন, সাধারণ সম্পাদক শাজাহান আলী, জীবননগর পৌর বিএনপি’র সভাপতি শাজাহান কবিরসহ জীবননগর ও দামুড়ুদা উপজেলার বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মিগণ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য গত সোমবার রাত ১১টায় জীবননগর পৌর বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান ডাবলুকে চুয়াডাঙ্গা সেনাবাহিনী জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সামনে তার নিজ ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান হাফিজ ফার্মেসী থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পাশেই পৌর বিএনপির সাংগঠনিক

কার্যালয়ে নিয়ে নির্মমভাবে নির্যাতন করলে তার মৃত্যু হয়। এনিয়ে ১৩ জানুয়ারি দুপুর পর্যন্ত অভিযুক্ত সেনা সদস্যদেরকে জীবননগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভিতরে অবরুদ্ধ করে রাখে হাজার হাজার বিএনপির নেতা-কর্মী ও সাধারণ জনতা। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি সাভাবিক হলে গতকাল বিকালে ডাবলুর মরদেহের ময়নাতদন্তের কাজ শেষ হয়। এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা সেনা ক্যাম্প থেকে অভিযুক্ত সকল সেনা সদস্য ও কমান্ডারকে সেনা সদর দপ্তরে প্রত্যাহার করা হয়।

সেনা হেফাজতে ডাবলুর মৃত্যুতে তার পরিবারের পক্ষ থেকে জীবননগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ভুট্টোর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জুলফিকার আলী ভুট্টোর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর ফলে তাকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদে পুনর্বহাল করা হয়েছে।

আজ বুধ্বার (১৪ জানুয়ারি) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, এর আগে দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কর্মকাণ্ডের অভিযোগে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ দলের সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

পরবর্তীতে জুলফিকার আলী ভুট্টো তার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের জন্য দলের কাছে আবেদন করেন। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধ্বার (১৪ জানুয়ারি) বিএনপির পক্ষ থেকে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে তাকে প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

জীবননগরের বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান ডাবলু’র মৃত্যুতে উত্তপ্ত শহর, অবরোধ

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বিএনপি নেতা শামসুজ্জামান ডাবলু’র মৃত্যু সংবাদে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং শহরের প্রধান সড়কগুলো অবরোধ করে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ও সেনাবাহিনী প্রচেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়।

গত সোমবার রাত ১০টায় সেনাবাহিনীর একটি টিম জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পাশে একটি কক্ষে জিজ্ঞাসাবাদ এর এক পর্যায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন পরে সেনাবাহিনীর একটি টিম তাকে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। শামসুজ্জামান ডাবলু জীবননগর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক। মৃত্যুর খবর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় নেতাকর্মীরা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং শহরের প্রধান সড়কগুলো অবরোধ করে। এই অবরোধ রাত ১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত চলে।

সকাল ১০টায় সেনাবাহিনীর একটি টিম স্থানীয় শান্তি বজায় রাখার চেষ্টা করলেও তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যান। এরপর সকাল ১১টায় জীবননগর থানার একটি টিম স্থানীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করলে বিক্ষিপ্ত জনতা তাদের উপর হামলা চালায়। এ সময় জীবননগর থানার ওসি সহ কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা আহত হন।

দুপুর ১টায় লাশ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু, সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ, জেলা প্রশাসক মোঃ

কামাল হোসেন এবং পুলিশ সুপার মোঃ মনিরুল ইসলাম । লাশ নেওয়ার পরপরই জীবননগরের প্রধান সড়কগুলো ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হতে শুরু করে এবং ব্যবসায়ীরা দোকান খুলতে থাকেন।

জেলা প্রশাসন মোঃ কামাল হোসেন বলেন, ময়না তদন্ত করা হবে ময়না তদন্ত শেষে যারা এই ঘটনার সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরের দুটি আসনে নেই নারী প্রার্থী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাকি আর মাত্র এক মাস। নির্বাচনকে ঘিরে প্রার্থী, ভোটার সকলেই অপেক্ষা করছে একটি উৎসবের।

পুরুষ ভোটারদেরও পাশাপাশি নারী ভোটাররাও মুখিয়ে আছেন ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে।

কিন্তু স্বাধীনতা উত্তর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জহুরা তাজউদ্দিন নামের এক নারী আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে ভোট করেছিলেন।

কিন্তু তিনি মেহেরপুরের স্থানীয় ছিলেন না। তিনি ছিলেন জাতীয় নেতা সৈয়দ তাজ উদ্দিন আহমেদের স্ত্রী। এছাড়া ২০১৪ সালের আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সেলিনা আক্তার বাণুকে মেহেরপুর এলাকার সংরক্ষিন নারী সদস্য করা হয়। এর আগে বা পরে আর কোন নারী প্রার্থী সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করেননি।

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে ২৪ এর গণঅভ্যুত্থ্যান সৃষ্টি হয়ে একটি নতুন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয় সবক্ষেত্রে বৈষম্যহীন দেশ গড়ার অঙ্গিকার নিয়ে। অথচ দেশের সবচেয়ে বড় একটি নির্বাচনে মেহেরপুরের দুটি আসন থেকে নেই কোনো নারী প্রার্থী। নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ার মত কোন নেত্রী কি রাজনৈতিক দলগুলো তৈরি করতে পারেনি, না কি নারীদের পিছনে রেখে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্যে কারণ তার এখনো অজানা নারীদের কাছে।

মেহেরপুরের রাজনীতিতে বর্তমানে বিএনপি ও জামায়াত এ দুটি দল মূল লড়াইয়ে মাঠে রয়েছে। দুটি দলেরই নারী সংগঠণ রয়েছে। যারা দলের জন্য তৃণমূল নারীদের কাছে, ভোটরদের কাছে দলের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক লড়াইয়ে সবক্ষেত্রে নারীদের ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু প্রার্থীতার ক্ষেত্রে বৈষম্য রাখা হয়েছে।

জেলা নির্বাচন অফিসের তথ্যমতে, জেলার তিন উপজেলায় দুটি সংসদ আসন। সদর ও মুজিবনগর মিলে মেহেরপুর—১ এবং গাংনী উপজেলা নিয়ে মেহেরপুর—২ গঠিত। মেহেরপুর —১ আসনে পুরুষ ভোটার ১৫৭৮৯০, নারী ভোটার ১৫৯০৮২ । মেহেরপুর—২ আসনে পুরুষ ভোটার ১৩৫০৮৭, নারী ভোটার ১৩৫৬১৫ । দুটি আসনেই নারী ভোটার বেশি। নারী ভোটারদের ভোটেই নির্ধারিত হবে প্রার্থীদের ভাগ্য। অথচ নারী ভোটার বেশি হলেও নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলা হয়নি এ জেলায়।

এ বিষয়ে কথা হয় নারী উদ্যোক্তা ও সাহিত্যিক সুখী ইসলামের সাথে, তিনি বলেন, ‘পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতায় অনেকেই মনে করেন রাজনীতি নারীদের জায়গা নয়। একজন নারী রাজনীতিতে এলে তার যোগ্যতার চেয়ে তার ব্যক্তিজীবন, চলাফেরা ও চারিত্রিক বিষয় বেশি আলোচনায় আসে। রাজনীতি মানেই সময়, ঝুঁকি ও সংঘাত। এই বাস্তবতায় অনেকের পরিবার নারীদের রাজনীতিতে আসতে নিরুৎসাহিত করে। এছাড়া অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও নিরাপত্তাহীনতাও রয়েছে। পাশাপাশি নির্বাচনী ব্যয় বহন করা এবং সহিংস পরিবেশ মোকাবিলা করা অনেক নারীর জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যেও রয়েছে দলীয় মনোনয়নে বৈষম্য।’

সুখী ইসলাম আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণত যাকে ‘জেতার সম্ভাবনাময়’ মনে করে, তাকেই প্রার্থী দেয়। নারী প্রার্থী কম মানে নারীরা অযোগ্য এমনটা কখনোই নয়। সমস্যা হলো আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা, এখনো নারীদের জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। যদি রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় মনোনয়নে নারীদের অগ্রাধিকার দেয় এবং নিরাপদ ও সম্মানজনক রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করে তাহলে তৃণমূল থেকে নারী নেতৃত্ব গড়ে উঠবে।’

জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সায়েদাতুন নেছা নয়ন বলেন, ‘রাজনীতি হচ্ছে কৌশলগত অবলম্বন ও বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়। সে যায়গা থেকে আমরা নারীরা অনেক পিছিয়ে আছি। এর পাশাপাশি সামাজিক ও সাংসারিক পিছুটানের কারণের নারীরা রাজনীতি অংশ নিতে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছেন। তবে আমার দল এবং আমারা নেতারা আমাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন। আমি আশাবাদি আগামীতে নারী সকল পযর্যায়ের নির্বাচনে সরাসরি অংশ গ্রহণ

করবে।’

জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক রোমানা আহমেদ বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলো নারীদের প্রতি অবিচার করছে। পাঁচ শতাংশ রাজনীতির মাঠ থেকে মনোনয়ন দেওয়ার কথা থাকলেও দেওয়া হয়েছে পৌষ্য কোটা থেকে। শ্রম, মেধা এবং সংসারের পিছুটান ফেলে এখন অনেক নারীই রাজনীতিতে আসছেন। আমার দলই না কোনদলই নারীদের সেভাবে মূল্যায়ন করছে না। আমার দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান নারীদের নিয়ে নতুন পরিকল্পনা করছেন শুনেছি, আশা করি আগামীতের নারীরা নেতৃত্বে এগিয়ে আসবে।’

রোমানা আরও বলেন, ‘একজন পুরুষকে যেভাবে সামনে যায়গা করে দেওয়া হয়, নারীদের সেভাবে যায়গা করে দেওয়া হচ্ছে না। বিশেষ করে রাজনীতে নারীদের সাথে বৈষম্য করা হচ্ছে।’

জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইন বলেন, ‘মহিলারা যেহেতু মোট জনসংখ্যার অর্ধেক, সে হিসেবে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব গুরত্বপূর্ণ। তাদের জন্য সংসদে সংরক্ষিত আসন আছে তবে এটা বাড়ানো দরকার এবং প্রতিনিধিত্ব করাতে পারলে মহিলাদের অধিকার আদায় সহজ হবে।’

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, ‘শুধু নারী নেতৃত্ব নয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগলিক কারণে অন্যান্য জেলার তুলনায় মেহেরপুর সব দিক দিয়েই পিছিয়ে আছি। আস্তে আস্তে সেগুলো আমাদের মেয়েরা কাটিয়ে উঠছে। এখন অনেকেই রাজনীতিতে এগিয়ে আসছে। আমাদের দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা সংস্কারের অন্যতম সংস্কার হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা। আমরা সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি।’

মেহেরপুর সরকারি কলেজের উপাধাক্ষ ও গবেষক অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, ‘বৈষম্যহীন ও অন্তভুক্তিমূলক সমাজ গড়তে হলে নারীদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যায়গা করে দিতে হবে। আরপিও অনুযায়ী প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ৩০ শতাংশ নারী প্রার্থীকে নেতৃত্ব করার সুযোগ তৈরি করতে হবে। এছাড়া গণতান্ত্রিক ও ভারসাম্যমূলক সমাজ গঠণ করা যাবে না।’

প্রসঙ্গত, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুরের দুটি আসনে বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির ৬ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দীতায় টিকে রয়েছেন। নির্বাচন কমিশনে আপিল করে নতুন করে বৈধ হয়েছেন এনসিপি প্রার্থী ইঞ্জি. সোহেল রানা।

আলমডাঙ্গা ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন বিএনপির নির্বাচনী কমিটি গঠন

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন–২০২৬ উপলক্ষ্যে ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে নির্বাচনী পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা–১ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী শরীফুজ্জামান শরীফের নির্বাচনী কার্যক্রমকে সুসংগঠিত ও গতিশীল করতে ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যোগে নির্বাচনী পরিচালনা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বুধবার বিকালে আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের ভাংবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি টিপু সুলতান।

অনুষ্ঠানে উপজেলা বিএনপির পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য ও ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি সানোয়ার হোসেন লাড্ডু। তিনি তার বক্তব্যে বলেন—“দেশের গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারে এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৃণমূলের প্রতিটি নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে হবে। জনগণের ভালোবাসাই হবে আমাদের শক্তি।”

বিশেষ অতিথি উপজেলা কৃষকদলের সাবেক সভাপতি বোরহান উদ্দিন বলেন—“বিএনপি কখনো আন্দোলনের মাঠ থেকে পালিয়ে যায়নি। কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষায় ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি।”এছাড়াও বিশেষ অতিথি ছিলেন আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম মোস্তফা বিশ্বাস, উপজেলা বিএনপি নেতা আব্দুল মজিত।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি সাজিবুল হক রাজন–এর সঞ্চালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আতাউল হুদা, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাহিবুল ইসলাম সন্টু, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস মিরা, সহ-সভাপতি মজিরুল

ইসলাম বিজু ও এখলাচুর রহমান, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান রাজা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তহিবুল হুদা তুহিন ও মিজানুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল মাবুদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন, সাইফুল হুদা সোহেল, সাবেক যুবদল সভাপতি শহিদুল ইসলাম ঝন্টু, মুর্শিদ কলিনসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী।
কমিটি ঘোষণা

সভা শেষে উপস্থিত নেতাকর্মীদের সর্বসম্মতিক্রমে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়ন নির্বাচনী পরিচালনা কমিটি ঘোষণা করা হয়। কমিটির নেতৃবৃন্দ ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

আমাকে ভোট দেওয়া মানেই তারেক রহমানকে ভোট দেওয়া-রাশেদ খান

আমাকে ভোট দেওয়া মানেই দেশনায়ক তারেক রহমানকে ভোট দেওয়া, এমন মন্তব্য করেছেন ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপির মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী রাশেদ খান।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দুপুরে এক ভিডিও বার্তায় তিনি এ কথা বলেন। রাশেদ খান জানান, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং দলের হাইকমান্ড তাকে ঝিনাইদহ-৪ আসনে মনোনয়ন দিয়েছেন। মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকেই তিনি এলাকায় নির্বাচনী কার্যক্রম শুরু করেছেন। তিনি বলেন, ঝিনাইদহ-৪ আসন একটি বিএনপি অধ্যুষিত এলাকা। এ আসনে অতীতেও একাধিকবার ধানের শীষের প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। এখানকার মানুষ ধানের শীষ প্রতীকের প্রতি আস্থাশীল। দলীয় সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবেই তাকে এই আসনে প্রার্থী করা হয়েছে।

রাশেদ খান আরও বলেন, ঝিনাইদহ তার নিজ জেলার এলাকা। আমি জাতীয় পর্যায়ের রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি যেকোনো আসন থেকে নির্বাচন করতে পারেন। বিএনপির অনেক নেতাই নিজ নিজ জন্মস্থান বা পছন্দের এলাকা থেকে নির্বাচন করেন। এই আসনে একাধিক নেতা আগ্রহী ছিলেন,

তবে শেষ পর্যন্ত দল তাকে মনোনয়ন দিয়েছেন।

মনোনয়ন না পেয়ে যারা ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমি তাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই, আসুন আমরা সবাই একসাথে কাজ করি এবং বিএনপির হাতকে শক্তিশালী করি। তিনি আশা প্রকাশ করেন, দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করে কেউই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মাঠে থাকবেন না।

তিনি বলেন, তৃণমূলের নেতাকর্মীরাই দলের প্রকৃত শক্তি। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী এবং দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে শ্রদ্ধাকারী সবাইকে তারেক রহমানের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে হবে।

রাশেদ খান আরও বলেন, এবারের নির্বাচন আগের যেকোনো নির্বাচনের চেয়ে ভিন্ন। এখানে উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ রয়েছে। ধানের শীষে যত বেশি ভোট পড়বে, তত বেশি আসন বিএনপি পাবে। স্বতন্ত্র প্রার্থীর ভোট বাস্তবে কোনো কাজে আসবে না।

তিনি দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, ঝিনাইদহ-৪ আসনে যাকেই বিএনপি ধানের শীষের প্রার্থী করবে, তিনিই জয়ী হবেন। আমি আমার জয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদী।

শেষে তিনি বলেন, ধানের শীষে ভোট দিলে বিএনপি ক্ষমতায় আসবে, আর সেটাই হবে দেশনায়ক তারেক রহমানকে বিজয়ী করা। বিএনপিই একমাত্র দল যাদের রাষ্ট্র পরিচালনার অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিএনপি ক্ষমতায় এলে দেশের জনগণ ভালো থাকবে এবং তারুণ্যের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

দামুড়হুদায় বেগম খালেদা জিয়ার রুহে’র মাগফিরাত কামনায় দোয়া

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর চেয়ারপারসন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া’র রুহের মাগফিরাত কামনায় দামুড়হুদায় স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় দর্শনায় দোয়া মাহফিল

দর্শনায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। দর্শনা পৌর বিএনপির ২ নম্বর ওয়ার্ডের আয়োজনে সোমবার দুপুরে দর্শনা বাসস্ট্যান্ডে এ মিলাদ, দোয়া মাহফিল ও কাঙ্গালি ভোজ অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি মোঃ আশাদুল মোল্লার সভাপতিত্বে এবং মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় দোয়া মাহফিল ও কাঙ্গালি ভোজ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক সাবু তরফদার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট, নাহারুল ইসলাম মাস্টার, শরিফুল ইসলাম শরীফ, ইকবাল হোসেন, মালেক মণ্ডল প্রমুখ। এ সময় সেখানে দর্শনা পৌর বিএনপির অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, গণতন্ত্র হত্যা করে কেউ টিকে থাকতে পারে না। দেশ আজ চরম দুঃশাসন, ভোট ডাকাতি ও দমন-পীড়নের শিকার। এই অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা।

পরে বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা, দেশ ও জাতির মুক্তি এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন দর্শনা জামে মসজিদের পেশ ইমাম ওসমান হোসেন।

চুয়াডাঙ্গার সীমান্ত এলাকায় সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি

যশোরে মাথায় গুলি করে বিএনপি নেতা আলমগীর হোসেন (৫৫) কে হত্যা করা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। নিহত আলমগীর হোসেন যশোর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও নগর বিএনপির সাবেক সদস্য ছিলেন। তিনি যশোর শহরের শংকরপুর এলাকার বাসিন্দা।

এ ঘটনায় দুর্বৃত্তরা গুলি চালানোর পর যাতে অপরাধীরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়ে যেতে না পারে, সে লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

জানা গেছে, রবিবার ভোর আনুমানিক সকাল ৭টার দিকে ৬ বিজিবি সতর্কতা জারি করে। ঘটনার পরপরই চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির অধিনায়ক তার দায়িত্বপূর্ণ জেলার সীমান্ত এলাকায় নজরদারি ও পাহারা জোরদার করেন এবং অতিরিক্ত বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়।

রবিবার (৪ জানুয়ারি) সকালে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, অপরাধীদের দেশত্যাগ ঠেকাতে সীমান্ত এলাকায় নিশ্ছিদ্র নজরদারি নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিশেষ চেকপোস্ট স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি নিয়মিত টহলের পাশাপাশি সীমান্ত এলাকায় টহল কার্যক্রম দ্বিগুণ করা হয়েছে।

এছাড়া সীমান্ত দিয়ে চলাচলকারী সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করে দুষ্কৃতকারীদের আটকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলেও জানানো হয়।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান বলেন, “এই জঘন্য অপরাধে জড়িতরা যাতে কোনোভাবেই সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে, সে জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম রিজিয়ন, যশোর বিজিবির নির্দেশনায় সব ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।”